সংবাদ

তারিখ 04 MAR 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ ভাঙচুর আহত ১০

ময়মনসিংহ ব্যুরো

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত রোববার রাতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের পাল্টাপাল্টি হামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের অন্তত ১৮টি কক্ষ ভাঙচুর ও তছনছ হয়েছে। দু'গ্রুপের মধ্য ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত ১০ ছাত্র আহত হয়েছে। এর মধ্যে গুরুতর বদরুল আমিন (২২) নামে একজনকে ময়মনসিংহ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে।

দু'গ্রুপের পাল্টাপাল্টি হামলার সময় একদল উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র প্রতিপক্ষ গ্রুপের সদস্যদের রুমের মূল্যবান কম্পিউটারসহ

সংঘর্ষ : পৃঃ ১১ কঃ ৮

সংঘর্ষ : দু'গ্রুপ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

আসবাব বিনষ্ট করে ও বিছানাপত্র হলের বাইরে ফেলে দেয়। এ ঘটনার পর ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তবে পরিস্থিতি এখনও থমথমে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রগুলো জানিয়েছে, ছাত্রলীগ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সারোয়ার মোর্শেদ আকন্দ জাস্টিজ ও সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুর রহমান রিপন গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধ চলে আসছিল। রোববার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে ত্রিভূজ সাংস্কৃতিক সংগঠনের বসন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলাকালে শিস দেয় রিপন গ্রুপের লেমন। এর জের ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জব্বারের মোড়ে জাস্টিজ গ্রুপের সোহেল ও হিমেলসহ আরও কয়েকজন লেমনকে মারধর করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর ড. হারুন অর রশিদ ও স্থানীয় পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এখান থেকে সরে গিয়ে জাস্টিজ গ্রুপ জব্বারের মোড়ে ও রিপন গ্রুপ হোসেন শহীদ সোহওয়ার্দী হলের সামনে অবস্থান নেয়। রাত ১০টার দিকে জাস্টিজ গ্রুপের উচ্ছৃঙ্খল কর্মীরা ঈশা খাঁ হল, নাজমুল আহসান হল, শহীদ শামসুল হক হল, আশরাফুল হক হল, ফজলুল হক হল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হলে হামলা চালিয়ে প্রতিপক্ষের অন্তত ১৮টি কক্ষ ভাঙচুর করে ও বিছানাপত্র বাইরে ফেলে দেয়।

এ সময় বাধা দিতে গিয়ে রিপন গ্রুপের জুয়েল, শাহীন, মুর্শেদ ও লেমন আহত হয়। পরে রাত ১টার দিকে রিপন গ্রুপ জোটবদ্ধ হয়ে জাস্টিজ গ্রুপকে ধাওয়া দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেললাইনের কাছে দু'গ্রুপের মধ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।